২৭/৭/২০০১

ভোরের [illegible]

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৩ কলাম ...

ভুয়া স্কুলের নামে বাকৃবির ৪ অধ্যাপকের বিরুদ্ধে অর্থ লোপাটের অভিযোগ

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি : বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ভুয়া বিদ্যালয়ের নামে প্রকল্প দেখিয়ে ১০ মেট্রিকটন চাউলের সমমূল্য ৯০ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। এ অর্থ আত্মসাতের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে চারজন অধ্যাপক ও একজনের স্ত্রী জড়িত রয়েছে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে।

সূত্রটি জানায়, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরের জন্য কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতাধীন গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে মাটির কাজ বাস্তবায়নের নিমিত্তে ময়মনসিংহে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গত ৭ জুন ২০০০ পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং শাপ্র (অঃ ২/ কাবিখা ২/৯৯/৬৭৫ মূলে ২০০ (দুইশত) টন চাউল বরাদ্দ করে। এর মধ্যে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ স্মৃতি মুক্তিযোদ্ধা প্রাইমারি স্কুলের মাটি ভরাট কাজের জন্য ১০ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়।

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এরূপ কোনো প্রতিষ্ঠানের হদিস না থাকায় প্রকল্পটি নিয়ে ক্যাম্পাসে বিতর্কের ঝড় ওঠে এবং অর্থ আত্মসাতের বিষয়টি নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়।

জানা গেছে, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন কৃষি অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর আতিয়ার রহমান মোল্লা। কমিটিতে সদস্য হিসেবে ছিলেন পশু প্রজনন ও কৌলিবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর সৈয়দ এস হোসাইন, ফার্ম স্ট্রাকচার বিভাগের প্রফেসর আব্দুর রশীদ, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর আশরাফুজ্জামান সেলিম এবং প্রকল্পের সদস্য সচিব ছিলেন অধ্যাপক সৈয়দ এস হোসাইনের স্ত্রী খন্দকার জাহানারা হোসাইন।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি বিদ্যালয় নামে একটি স্কুল রয়েছে এবং প্রকল্পের সদস্য সচিব সে সময় স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন। কিন্তু নিজের স্কুলের নামে প্রকল্প না নিয়ে ঐ প্রধান শিক্ষিকা একটি ভুয়া স্কুলের নামে প্রকল্প গ্রহণ করায় এলাকাবাসীর মনে সন্দেহ দানাবাঁধে।

বিষয়টি এতোদিন ধামাচাপা থাকলেও সম্প্রতি 'মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি বিদ্যালয়' পরিচালনা কমিটি নিয়ে দন্দ্বের সৃষ্টি হলে থলের বেড়াল বেরিয়ে আসে। ক্যাম্পাসের একাধিক মুক্তিযোদ্ধা ও ছাত্র অভিভাবক গত ১৩ জুলাই/ ২০০১ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত সাংবাদিকদের বিষয়টি অবহিত করেন এবং প্রকল্প ভুয়া প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রদান করে এর প্রতিকার চান। এ ব্যাপারে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও স্থানীয় প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

সূত্রটি জানায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়নে মাটি ভরাটের কথা উল্লেখ থাকলেও তারা প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট ভাউচার ও মাস্টাররোলে স্কুল পাকাকরণ দেখিয়েছে। অভিযোগকারীরা জানান জেলা নির্বাহী প্রকৌশলী অজ্ঞাত কারণে প্রকল্প না দেখিয়ে অধ্যাপকদের অর্থ আত্মসাতে সহযোগিতা করেছেন।

এদিকে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক ময়মনসিংহ জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী অধিদপ্তর বরাবর দেওয়া প্রকল্পের মাস্টাররোল, সভার মন্তব্য বহি, দোকান থেকে মালক্রয়ের ভাউচার ইত্যাদিতে শহীদ স্মৃতি মুক্তিযোদ্ধা প্রাথমিক বিদ্যালয় উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু প্রধান শিক্ষিকার সীলমোহরে 'মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি বিদ্যালয়', ব্যবহার করা হয়েছে। উল্লেখ্য মাস্টাররোল গুলোতে অধ্যাপকদেরও স্বাক্ষর রয়েছে। ফলে অর্থআত্মতের অভিযোগের যথেষ্ট সত্যতা মিলেছে।

এ ব্যাপারে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর আতিয়ার রহমান মোল্লার সঙ্গে এ প্রতিনিধি যোগাযোগ করলে তিনি জানান জেলা প্রশাসন কর্তৃক বিদ্যালয়টির নাম ভুল ছাপা হয়েছে এ ব্যাপারে আমি নির্বাহী প্রকৌশলী ময়মনসংহ বরাবর লিখিত অভিযোগ দিয়েছি। কিন্তু নিজ স্বাক্ষরিত মাস্টাররোল, বিল ভাউচারে শহীদ স্মৃতি মুক্তিযোদ্ধা বিদ্যালয়ের নাম কেন তার কোনো সদুত্তর তিনি দিতে পারেননি।

প্রকল্পের ৯০ হাজার টাকার কাজ নির্বাহী প্রকৌশলীর মাধ্যমে ঠিকঠা[illegible]তো করা হয়েছে বলেও তিনি দাবি করেন।